ইত্তেফাক

তারিখ ... 17/8/78 ... ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 1 ...

062

শিক্ষানীতি চাই

(৯ম পৃঃ পর)

বেকার সমস্যার সমাধান এবং জীবনধারণের মান উন্নয়নে সহায়ক হইবে। এ ক্ষেত্রে বিষয় কেন্দ্রিক শিক্ষার তুলনায় কর্ম-কেন্দ্রিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিশেষ অবদান রাখিতে সক্ষম। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রমে কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ থাকে। পরিবেশের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষাদান এই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। এই শিক্ষা শিক্ষার্থীকে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি হিসাবে ফলপ্রসূ ও সমৃদ্ধ জীবনযাপন করিতে শিখায় এবং তাহাদের মনে কায়িক শ্রমের প্রতি মর্যাদা ও শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করে। এই প্রেক্ষিতে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে একটি কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ইহার জন্য কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষার উপর অধিক জোর দেওয়ার কথা আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন।

এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, আমাদের জীবিকায় চাহিদা বা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাহিদা মিটানোর সঙ্গে সঙ্গে নূতন শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রতিটি শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়িয়া উঠার উপযোগী হইতে হইবে। নূতন শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন পাঠ্যসূচী থাকিতে হইবে যাহা শিক্ষার্থীকে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে বলীয়ান করিয়া তাহার পরিপূর্ণ বিকাশকে নিশ্চিত করিবে।

শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ বলেন, যুগোপযোগী শিক্ষাই জাতির সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার নিয়ামক শক্তি। দেশের সার্বিক উন্নতি ও আর্থিক কল্যাণ নির্ভর করে সুপরিকল্পিত শিক্ষার উপর। যে শিক্ষা শুধু মানুষের অজ্ঞতাই দূর করিবে না, বরং সুপ্ত মনুষ্যত্বেরও বিকাশ ঘটাইবে, তেমন শিক্ষাই আমাদের কাম্য।

তিনি বলেন, একদা বৃটিশ ঔপনিবেশিকরা কেরানী সৃষ্টির তাগিদে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিলেন, বহু যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও উহার কোন পরিবর্তন ঘটাইতে আমরা সক্ষম হই নাই। তাই এ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রত্যাশা করা কঠিন।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকার একটি গণমুখী ও উৎপাদনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চান। তাই জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের প্রণীত এই অন্তবর্তীকালীন খসড়া শিক্ষা নীতিকে ব্যাপকভাবে জনগণের মাঝে লইয়া যাওয়ার জন্য একটি জাতীয় বিতর্কের আয়োজন করা হইয়াছে। এই বিতর্ক সভায় ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী সকলেই অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

তিনি বলেন, শিক্ষাকে উৎপাদনমুখী করিতে হইবে। শিক্ষার সঙ্গে দেশের মাটির আত্মিক সংযোগ ঘটাইতে হইবে। নূতন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হইবে সমাজ ও গণভিত্তিক। শিক্ষাকে উৎপাদনমুখী করার জন্য শিক্ষাঙ্গনে বিজ্ঞান, কারিগরি, কৃষি প্রভৃতি বৃত্তিমূলক বিষয়ের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইবে।

তিনি বলেন, বাগাড়ম্বরে আমাদের বিশ্বাস নাই। যাহা বলিতে চাই উহা করিতে চাই। যাহা করিতে পারিব না উহা বলিতেও চাই না। আমাদের সম্পদ সীমিত। শিক্ষার ক্ষেত্রে, এমনকি এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশসমূহের তুলনায় আমরা অনেক নীচে, এ লজ্জা আমাদের নিবারণ করিতেই হইবে।